যুগান্তর

তারিখ 15 SEP 2005
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ২

# সিনিয়র শিক্ষক সঙ্কটে শেকৃবি

শেকৃবি প্রতিনিধি

শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শিক্ষা এবং গবেষণার মান উন্নয়নে সিনিয়র অধ্যাপক নিয়োগের দাবি জানিয়েছে ছাত্রছাত্রী ও কৃষি বিশেষজ্ঞরা। সাবেক বাংলাদেশ কৃষি ইন্সটিটিউট থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীতকরণের পর এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩০ জন প্রভাষক নিয়োগ দেয়া হলেও গত চার বছরে এখানে কোন অধ্যাপক ও সহযোগী অধ্যাপক নিয়োগ দেয়া হয়নি। সাবেক বিএআইয়ের সীমিত সংখ্যক সিনিয়র শিক্ষক বিশ্ববিদ্যালয়ের অনার্স ও মাস্টার্স ক্লাসের শিক্ষা দানে হিমসিম খাচ্ছেন। বর্তমানে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে পাঠদানের জন্য পুরো বিশ্ববিদ্যালয়ে মাত্র ৫০ থেকে ৩০ জন অধ্যাপক আছেন যা প্রয়োজনের তুলনায় নগণ্য। তাছাড়া মাস্টার্স পর্যায়ে শিক্ষাদানে নতুন শিক্ষকদের যোগ্যতা ও দক্ষতার অভাব রয়েছে বলে অভিযোগ ছাত্রছাত্রীদের। তদুপরি প্রভাষকদের অনেকের নিজেদের এমএস ডিগ্রি নেই। ফলে তারা এমএস ক্লাস নিতে পারেন না। ছাত্রছাত্রীরা মনে করে এমএস কোর্সের মতো উচ্চতর ক্লাসে পাঠদানে সিনিয়র শিক্ষকদের নিয়োজিত করা দরকার। কিন্তু শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক সিনিয়র শিক্ষক না থাকায় তা পূরণ করা যাচ্ছে না। এদিকে সিনিয়র শিক্ষক নিয়োগের ব্যাপারে বিরোধিতা করছেন বর্তমানে সহযোগী ও সহকারী অধ্যাপক আছেন এমন শিক্ষকরা। তাদের মতে সরাসরি সিনিয়র শিক্ষক নিলে তাদের পদোন্নতি বিলম্ব হবে। এ ব্যাপারে তাদের অভিমত 'প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা পেলে আমরাই ছাত্রদের চাহিদা পূরণ করতে পারব।' তবে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ও নতুন নিয়োগকৃত প্রভাষকরাও সিনিয়র শিক্ষক নিয়োগের ব্যাপারে একমত। এ ব্যাপারে কয়েকজন শিক্ষক যুগান্তরকে জানান, শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে কোর্স ক্রেডিট সিস্টেম চালু করা হয়েছে। তাই কোর্স কারিকুলাম পদ্ধতিতে শিক্ষাদানে অভিজ্ঞ শিক্ষক নিয়োগ সময়ের দাবি। তা না হলে বর্তমান শিক্ষার্থীরা যুগোপযোগী শিক্ষা লাভ থেকে বঞ্চিত হবে।